২৬/৪/২০০০

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩ ...

যুগান্তর

কেমন হচ্ছে এসএসসি'র গ্রেডিং পদ্ধতি

য়া হাসান

ই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল তৈরি করা হবে তুন পদ্ধতি 'লেটার গ্রেডিং'-এর মাধ্যমে। এই লেটার ডিং পদ্ধতিতে গ্রেড থাকবে মোট ছয়টি। এগুলো হচ্ছে:

. এ+
. এ
. বি
. সি
. ডি
. এফ

ত্যেক বিষয়ের নম্বর আলাদা আলাদাভাবে নির্ণয় করার র প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে পয়েন্ট দেয়া হবে এবং লেটার ডিং দেয়া হবে।

াট প্রাপ্তনম্বরের ভিত্তিতে পয়েন্ট এবং লেটার গ্রেডিং য়া হবে নিম্নভাবে।

প্রাপ্ত নম্বর	পয়েন্ট	লেটার গ্রেড
তকরা ৮০-১০০ ভাগ	৫	এ+
তকরা ৬০-৭৯ ভাগ	৪	এ
তকরা ৫১-৫৯ ভাগ	৩	বি
তকরা ৪১-৫০ ভাগ	২	সি
তকরা ৩৩-৪০ ভাগ	১	ডি
তকরা ০-৩২ ভাগ	০	এফ

চার্ট-১

র্থাৎ কোন উত্তীর্ণের কোন বিভাগ দেয়া থাকবে না তার দলে প্রতি বিষয়ে প্রাপ্ত লেটার গ্রেড এবং সব বিষয়ে প্রাপ্ত ড পয়েন্টের ভিত্তিতে পরীক্ষায় প্রাপ্ত গ্রেড পয়েন্ট ভারেজ (জিপিএ) উল্লেখ থাকবে।

শেষভাবে যা মনে রাখতে হবে

+ থেকে ডি পর্যন্ত যাদের গ্রেড দেয়া হবে তাদের বশ্যই সব বিষয়ে পৃথকভাবে শতকরা ৩৩ নম্বর পেতে বে।

রা যাক, রুবেলের এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় দশটি ষয়ের নম্বর হচ্ছে–

বিষয়ে নম্বর হচ্ছে		৮০
	"	৮৪
ঘ	"	৬৭
ঙ	"	৮০
চ	"	৭৫
ছ	"	৮৬
জ	"	৮০
ঝ	"	৭৫
ঞ	"	৭০

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে রুবেলের

ক বিষয়ে প্রাপ্ত পয়েন্ট হচ্ছে	৫	(চার্ট-১ অনুযায়ী)
খ " " " "	৫	
গ " " " "	৩	
ঘ " " " "	৪	
ঙ " " " "	৫	
চ " " " "	৪	
ছ " " " "	৫	
জ " " " "	৫	
ঝ " " " "	৪	
ঞ " " " "	৪	

রুবেলের দশটি বিষয়ে প্রাপ্ত পয়েন্ট হচ্ছে ৪৪। অর্থাৎ তার জিপিএ (গ্রেড পয়েন্ট অ্যাভারেজ) হচ্ছে ৪৪÷১০=৪.৪ এটিই রুবেলের ফলাফল।

F গ্রেড যাদের জন্য

[illegible]

দেয়া হবে। তাদের ফলাফল প্রকাশিত হবে। কিন্তু কে সনদপত্র দেয়া হবে না। একটি বিষয়ে শতকরা ৩ নম্বরের কম। কিন্তু বাকি বিষয়গুলোতে শতকরা ৩ নম্বরের ওপরে তাদের জন্য কেমন ব্যবস্থা :

ধরা যাক, কোন ছাত্র ৯টি বিষয়ের গড় গ্রেডিং পয়েন্ট ১. এর বেশি (ডি ও সি গ্রেডের মাঝামাঝি)। কিন্তু এক বিষয়ে সে পেয়েছে শতকরা ৩৩-এর কম। সে ক্ষে তাকে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হ সাময়িকভাবে। তবে তাকে অবশ্যই পরের বছর ফেল ক বিষয়ে কমপক্ষে শতকরা ৩৩ নম্বর পেতে হবে। সে যে করা বিষয়ে যত পয়েন্ট পাবে এবং আগের বছরের প্র গ্রেডিং পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করে তার ফলাফল তৈ হবে। কেউ ওই বিষয়ে পুনরায় শতকরা ৩৩ নম্বরের ক পেলে তার একাদশ শ্রেণীর ভর্তি বাতিল হবে। এখন য কোন ছাত্র মনে করে, সার্বিক ফলাফল আরও ভাল কর জন্য মান উন্নয়ন পরীক্ষায় অংশ নেবে সেটাও সে করা পারবে।

আলাদা আলাদাভাবে পাস করতে হবে

একাধিক অংশ সংবলিত বিষয়সমূহ যেমন তত্ত্বী ব্যবহারিক, রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে বর্তমানে প্রচলি যে নিয়ম আছে তাতে পৃথকভাবে পাস করতে হ বর্তমান পদ্ধতিতেও তা করতে হবে। পরীক্ষার ফলাফ যে সনদপত্র দেয়া হবে তাতে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মা বছর, পিতা ও মাতার নাম এবং জন্ম তারিখ উল্ল থাকবে। এফ গ্রেড যারা পাবে তারা কোন সনদপত্র পা না। তবে তাদের একটি লিখিত বিবরণী দেয়া হবে, যা লেখা থাকবে প্রত্যেক বিষয়ে প্রাপ্ত গ্রেড, গ্রেডিং পয় এবং গড় গ্রেড।

চতুর্থ বিষয়ের কোন নম্বর যোগ হবে না

চতুর্থ বিষয় বা অতিরিক্ত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর মোট প্র নম্বরের সঙ্গে যোগ হবে না। আগে অতিরিক্ত বিষ শতকরা ৪০ নম্বরের অতিরিক্ত নম্বর মোট নম্বরের স যোগ হত। তবে এই বিষয়ের গ্রেড পয়েন্ট এবং বিষ নাম ফলাফল বিবরণীতে থাকবে।

পরীক্ষায় ফল প্রকাশ করা হবে যেভাবে

পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণের রোল নম্ব পাশে গড় গ্রেড পয়েন্ট এবং অনুত্তীর্ণ রোল নম্বরের পা ব্র্যাকেটে এফ লেখা থাকবে।